29 JUL 2008

ইবির শিক্ষকদের দ্বন্দ্বে বলি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান শিক্ষকদের অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভাগে বেহাল দশা বিরাজ করছে। শিক্ষকদের এ অভ্যন্তরীণ বিরোধের বলি হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। রাজনৈতিকভাবে শিক্ষকদের পাল্টাপাল্টি অবস্থান, চার্জ, পরীক্ষা ও রেজাল্ট নিয়ে নানা অনিয়ম, ছাত্রদের প্রতি শিক্ষকদের উদাসীনতা ও পীড়নমূলক অবস্থান এবং বিভাগীয় প্রধানের একগুঁয়েমি মনোভাবের জন্য শিক্ষার্থীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে সেশনজটসহ নানা জটিলতার আশংকা করা হচ্ছে। বিভাগীয় প্রধানের একচ্ছত্র আধিপত্য ও অন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধাচরণের চিত্রটি দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমানে এ বিভাগের শিক্ষক প্রধানত দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে পাল্টাপাল্টি অবস্থানে সক্রিয় রয়েছেন। তারা নিজেরা তাদের নেতৃত্বের আসনকে সুদৃঢ় করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছেন। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা ও চেঁচামেচির শব্দ শুনে ছাত্রছাত্রীরা ভিড় জমায় বিভাগীয় অফিসে।

বর্তমানে ২০০৫-০৬ ও ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয়বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এই সংকট আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. আতিয়ার রহমান কর্তৃক ভর্তি ফরমের উচ্চমূল্য নির্ধারণ ও পরীক্ষার্থী ছাত্রদের কাছ থেকে উচ্চহারে জরিমানা আদায়ের ফলে অনেকের শিক্ষাজীবন হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বিভাগীয় প্রধান কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দিয়ে অনৈতিকভাবে এবার বার্ষিক পরীক্ষার নির্ধারিত ফি ছাড়াও শুধু প্রতিটি ফরমের মূল্য ৫০০ টাকা আদায় করেন। বিভাগের অনেক শিক্ষকই এ ব্যাপারে কিছু জানেন না। কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটি এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত না নেয়ায় ছাত্ররা নিয়মতান্ত্রিকভাবে চেয়ারম্যান বরাবর সব বর্ষের ছাত্রদের স্বাক্ষর সংবলিত একটি দরখাস্ত জমা দেয়। এতে চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত হয়ে 'তোমাদের দেখে নেব' বলে হুমকি দেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের মেধা বৃত্তিসহ কয়েকটি আবেদনপত্র আটকিয়ে দেন ও ছাত্রদের চারিত্রিক সনদপত্র বিতরণ বন্ধ করে দেন। এ ঘটনায় ওই বর্ষের অনেক ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চেয়ারম্যান আতিয়ার রহমান আবার ২০০৫-০৬ ও ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়ে আবারও নতুনভাবে ছাত্রছাত্রীদের ওপর নিপীড়নমূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছেন। বিভাগের উন্নয়নের নামে বার্ষিক পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূতভাবে উচ্চহারে জরিমানা আদায় করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ...